শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

এসোয়িয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমন্ট (এএফএডি)
আরকে রোড, খলিলগঞ্জ, কুড়িগ্রাম -৫৬০০, বাংলাদেশ, +৮৮-০৫৮১-৬১২৪৯, ফোনঃ
ই-মেইলঃ –yesminafad@gmail.com, yesminafad@yahoo.com

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

প্রথম সংস্করণ-১, ডিসেম্বর,২০১৫

দ্বিতীয় সংস্করণ-২৯, ডিসেম্বর,২০১৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

এসোয়িশেন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমন্ট (এএফএডি) সংস্থা সিডিডি এর সহযোগীতা নিয়ে ' শিশু সুরক্ষা পলিসি রিভিউ করা হয়। এএফএডি'র বাস্তবায়নাধীন সকল কর্মসূচী, প্রকল্প ও কার্যক্রমের সুবিধাভোগী পরিবার, শিশু ও কিশোর, কিশোরী, প্রতিবন্ধী শিশু, অপ্রতিবন্ধী শিশু এই নীতিমালার আওতায় সম্পৃক্ত হবে। এ নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠী এর সুফল ভোগ করবে এএফএডি'র প্রতিনিধি, সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ, শীর্ষ ব্যবস্থাপনা, মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা, তৃণমূল পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা, ভলান্টিয়ার, শিক্ষানবিশ কর্মী। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্র, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ, বাংলাদেশের সংবিধান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, সিডিডি এর শিশু সুরক্ষা পলিসি, শিশু নীতি প্রভৃতি সনদ, আইন ও নীতিমালার যেসব ধারা সমূহে শিশুদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, অংশগ্রহণ ও বৈষম্যহীনতার কথা বলা হয়েছে ঐসব ধারা, উপধারাসমূহ হবে এ নীতিমালার ভিত্তি। সংস্থার অন্যান্য নীতিমালা যেমন, সংবিধান/গঠনতন্ত্র, মানব সম্পদ নীতিমালা, জেন্ডার নীতিমালা) সহ অন্যান্য যেসব নীতিমালায় শিশুদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা,অংশগ্রহণ ও বৈষম্যহীনতা কথা বলা হয়েছে।

সংস্থার নামঃ এসোয়িশেন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমন্ট (এএফএডি)

ঠিকানাঃ আরকে রোড, খলিলগঞ্জ, কুড়িগ্রাম

নীতিমালা সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. ক) ভূমিকা --- ৩ নং পৃষ্ঠা

১. ক. ১ সংস্থার পরিচিতি--- ৩ নং পৃষ্ঠা

১. ক. ২ প্রেক্ষাপট --- ৩ নং পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. ক প্রতিরোধ -- ৪ নং পৃষ্ঠা

২. খ ঝুঁকি নিরুপন ------ --- ৪ নং পৃষ্ঠা

২. গ যে কোন নিয়োগ ও নির্বাচন ------- -- ৪ নং পৃষ্ঠা

২. ঘ আচরণ বিধি -- ৪ ও ৫নং পৃষ্ঠা

২.ঘ. ১ শিশুর প্রতি গ্রহণযোগ্য আচরণ --------- --------------------------------------- ৫ নং পৃষ্ঠা

২.ঘ. ২ শিশুর প্রতি অগ্রহণযোগ্য আচরণ ------------ ---------------------------------- ৫ ও ৬নং পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

৩. ক) শিশুর সাথে/উপর যোগাযোগ -- -------- ৬ ও ৭ নং পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

৪. ক) রির্পোটিং এবং ঘটনা ব্যবস্থাপনা -- ৬ নং পৃষ্ঠা

৪.ক. ১) গোপণীয়তা --- ৭ নং পৃষ্ঠা

৪.ক. ২) নির্যাতিত শিশুর ক্ষেত্রে রির্পোটিং প্রক্রিয়া -- ৭ নং পৃষ্ঠা

৪.ক. ৩) শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ফোকাল পার্সনের কর্তব্য --------------------------------------- ৭ নং পৃষ্ঠা

৪.ক. ৪) শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন --- ৭ ও ৮ নং পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

৫. ক) পর্যালোচনা --- ৯ নং পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. ক) সংযোজনী --- ১০ নং পৃষ্ঠা

৬.ক. ১ শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি -- ১০ ও ১১ নং পৃষ্ঠা

৬.ক. ২ রির্পোটিং প্রক্রিয়া --- ১২ নং পৃষ্ঠা

৬.ক. ৩ রির্পোটিং ফরমেট --- ১৩,ও ১৪ নং পৃষ্ঠা

৬.ক. ৪ শিশুর স্বাক্ষাৎকার এবং ছবি ব্যবহারের সম্মতি ফরম -------------------------- ১৫ পৃষ্ঠা

৬.ক. ৫ শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আইন -- ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা

১. প্রথম অধ্যায়

১.ক) <u>ভূমিকা</u> ঃ-

এসোয়িয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমন্ট (এএফএডি) প্রতিবন্ধিতা ইস্যুতে কর্মরত এবং নারীদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্থানীয় নারী উন্নয়ন সংগঠন। ২০০৬ সাল থেকে সংস্থাটি প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সুতরাং এ শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রত্যেক বয়োজোষ্ঠ্য নারী পুরুষ এবং প্রতিটি সংগঠনের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সকল প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী শিশু ও প্রতিবন্ধী নারী, পুরুষের কল্যাণে কর্মরত একটি উন্নয়ন সংগঠন হিসাবে **এসোয়িয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমন্ট (এএফএডি)** বাংলাদেশ এর সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ও শিশুদের সাথে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে, সংস্থার একটি শিশু সুরক্ষা নীতিমালা থাকা উচিত। এ ধরণের নীতিমালা সংস্থার ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল করে তেমনি সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী শিশুদের সকল ধরণের নির্যাতন, শোষণ, হয়রানি ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা করে। শুধু তাই নয়, দাতা সংস্থার চাহিদা, এমনকি কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী নারী পুরুষ ও শিশুদের চাহিদার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। **এএফএডি** বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/শিশু ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি/শিশুসহ সকল মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। পাশাপাশি শিশু শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীও বাস্তবায়ন করে আসছে। যেহেতু **এএফএডি** প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছে, তাই সংস্থাটি অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদের নিরাপত্তা বা সুরক্ষা নীতিমালা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘ দিন থেকে অনুভব করছে। ইহা সাধারণভাবে শিশুদের সুরক্ষাই নয় বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া যেমন: অতি দরিদ্র, প্রতিবন্ধী শিশু, এইচআইভি আক্রান্ত শিশু, দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি সংস্থার শিশু সংক্রান্ত প্রতিপালন ও গড়ে তোলার নিয়মকানুন ও মুল্যবোধের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করবে। উপযুক্ত নীতিমালা ও বিধিবিধান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান কোন ধরণের নির্যাতন, শোষন, হয়রানি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। সংস্থায় কর্মরত ও সংস্থার সাথে যেকোন ধরণের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন সব ধরণের ব্যক্তিবর্গের জন্য এটি মেনে চলা আবশ্যিক।

এএফএডি বিশ্বাস করে যে, সংস্থার বাস্তবায়নাধীন সকল কর্মসূচী, প্রকল্প ও কার্যক্রমের সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিশু, অপ্রতিবন্ধী শিশু সকল শিশু-কিশোর-কিশোরীর নিরাপত্তা বিধান করে তাদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। **এএফএডি** কাছে দীর্ঘ কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবনযোগ্য যে, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক অধিকার বাস্তবায়নে শিশু সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরী। আশা করা যায় যে, এই নীতিমালা প্রণয়নের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক শিশুর প্রতি সঠিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এই নীতিমালা অত্যন্ত জরুরী। সর্বোপরি একটি শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে শিশু বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই এই নীতিমালার যৌক্তিকতা।

নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য-----

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন
- শিশু অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনা সৃষ্টি
- শিশুর সুরক্ষায় আইনগত কাঠামো তৈরি ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা

- শিশুর মৌলিক অধিকার ভোগে সহায়তা
- শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, শিশু পাচার ও এইচআইভি/এইডস থেকে রক্ষা
- শিশু নীতি বাস্তবায়ন

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সংস্থার পদক্ষেপ সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

২. ক) প্রতিরোধ ঃ-

যে সব পরিস্থিতিতে শিশুর ক্ষতি বা অনিষ্টের আশংকা রয়েছে তা সম্পর্কে **এএফএডি** এর সকল কর্মী, বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবী ও চুক্তিবদ্ধ মানব সম্পদ অবহিত থাকবেন এবং তা নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করবেনঃ

১) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একত্রীকরণ ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের নিয়মিত অনুশীলন। যে কোন কার্যক্রমে শিশুর অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ঝুঁকি নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ।

২) সতর্কতার সাথে প্রতিনিধি নির্বাচন ও নিয়োগদান।

৩) আচরণবিধি মেনে চলা।

৪) শিশুর ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি এবং ভিডিও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা।

২. খ) ঝুঁকি নিরুপণ ঃ-

যে সকল কার্যক্রমে শিশুর অন্তর্ভুক্তির বা উপস্থিতি রয়েছে, তার পূর্বে ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ঝুঁকি নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ঝুঁকি নিরূপণের ফরমেটটি নীতিমালায় সংযুক্ত করা হয়েছে–(সংযুক্তি-------)

২. গ) সংস্থার যে কোন নিয়োগ ও নির্বাচন ঃ-

ঝুকি নিরসনের জন্য, **এএফএডি** যেকোন কর্মী নিয়োগদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে–

- কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে **এএফএডি** একটি শিশুবান্ধব সংস্থা হিসেবে উল্লেখিত হবে;
- নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন সকল প্রার্থীরা অবশ্যই সংস্থা কে চারিত্রিক সনদ ও জাতীয় প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবে;

- নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় প্রার্থীকে একটি ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে এই মর্মে যে, সে কোন ধরনের ফৌজদারী মামলার সাথে জড়িত নেই ;
- সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় প্রার্থীকে নির্দিষ্টভাবে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা;
- সকল প্রার্থীর রেফারেন্স চেক করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে প্রার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা এবং সাক্ষাতকার গ্রহনের সময় প্রার্থীর শিশুদের সাথে পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া ;
- সকল কর্মী, বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবী ও চুক্তিবদ্ধ মানব সম্পদ সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালার ব্যাপারে অবহিত হবেন। সবাই নীতিমালার একটি করে অনুলিপি পাবেন এবং একটি ঘোষণা পত্রে এই মর্মে স্বাক্ষর করবেন যে তারা নীতিমালা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করেছেন

- যে সকল কর্মী মাঠ পরিদর্শনের জন্য দীর্ঘ সময় কর্মএলাকায় অবস্থান করবেন তাদেরকে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা হবে, যেখানে শিশু নির্যাতনের ঘটনা ও লক্ষণ সমূহ বিশেভাবে বর্ণনা করা হবে।
- যে সকল কর্মী দ্বারা শিশুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাকে পরিচর্যাকারী বিহীন কোন শিশুর সাথে কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হবে না ।

২. ঘ) আচরণ বিধি ঃ-

এই নীতিমালার প্রয়োগ হয়েছে সংস্থার বিদ্যমান সংস্কৃতি, কর্মীদের আচার-ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বের উন্নতি সাধনের জন্য। এছাড়াও শিশু সুরক্ষা বাস্তবায়ন ও অধিকারসমূহের স্বীকৃতি দান ও উন্নতি সাধনের জন্য। বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য।

শিশুদের নিরাপদ রাখতে **এএফএডি'**র সকল কর্মীদের তাদের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া ও আচরণ বিধি মেনে চলা আবশ্যকীয়। এই আচরণ বিধি তৈরি হয়েছে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে, ততসত্ত্বেও এই নীতিমালা যেকোনো কর্মীকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে রক্ষা করতে ও **এএফএডি'**র সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় রাখতে ভুমিকা পালন করবে।

সকল কর্মী এই আচরণবিধি প্রচারে উৎসাহ দান ও প্রচারনার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। **এএফএডি'**র এর কর্মীবৃন্দ যারা বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছেন তাদের আহবান জানানো হচ্ছে, অংশীদারদের আচরণবিধির মানদণ্ড মেনে চলার উৎসাহ প্রদানের জন্য।

যদি কখনো কোন কর্মী শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি ভঙ্গ করে তার অপসারণ, সাময়িক বরখাস্ত, বদলি ও অন্য কর্মে নিয়ুক্তির ব্যাপারে পূর্বেই **এএফএডি'**র এর নিয়োগ চুক্তিতে এর বিধিবিধান উল্লেখিত থাকবে।

২. ঘ. ১) শিশুর প্রতি গ্রহণযোগ্য আচরন ঃ-

১. শিশুর সুরক্ষা এবং উন্নতির লক্ষ্যে সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, আচরণবিধি এবং রির্পোটিং প্রটোকল মেনে চলা;
২. এমন একটি পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখা, যেখানে একজন শিশু স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও মনোযোগ দেয়া হবে এবং পরিবেশটি হবে তার জন্য নিরাপদ, ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক;
৩. যদি কোন শিশু কোন কর্মীর বাড়িতে আথীতিয়তা গ্রহণ করে সেক্ষেত্রেও এই আচরণবিধি মেনে চলা;
৪. জনসংযোগের প্রয়োজনে বা অন্য কারণে শিশুর ফটোগ্রাফ গ্রহণ, চিত্রগ্রহণ বা রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে তাদের সম্মান ও মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখা; এছাড়াও তাদের ছবি অথবা ব্যক্তিগত তথ্য যত্ন সহকারে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেন একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করা;
৫. কোন ধরনের অনুসন্ধান, সাক্ষাতকার বা তদন্তের ক্ষেত্রে কোন তথ্য কর্মীর এখতিয়ারে থাকলে তা প্রদান করা;
৬. শিশুর উপস্থিতিতে অবশ্যই ভাষার ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ সর্ম্পকে সচেতন থাকা;
৭. শিশুর সাথে যে কোন কর্মকান্ড পরিচালনাকালে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমপক্ষে দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা। সম্ভব না হলে বিকল্প হিসাবে পাড়া-পড়শী বা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
৮. কোন কর্মী সংস্থার সাথে সংযুক্ত থাকাকালীন অথবা এর পুর্বে সংঘটিত শিশু নির্যাতন, শোষণ, হয়রানি বা নীতিমালা বর্হিভূত কোন ঘটনার সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে সেই অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা;

৯. সব ধরনের উদ্বেগ, অভিযোগ বা প্রকাশিত ঘটনার ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নীতিমালা অনুসারে অবহিতকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা;

১০. সংস্থার একজন প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে শিশুর সামনে একজন ইতিবাচক মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা;

১১. শিশুর সাথে সম্মানজনক আচরণ করা এবং আচরণ ও কণ্ঠস্বরের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার দিকেও লক্ষ্য রাখা;

১২. সেই সকল আচরণ বা কার্যকলাপ যা অন্যের নিকট নির্যাতন অথবা শোষণ হিসেবে গৃহীত হয় তার সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং এড়িয়ে চলা;

১৩. বাংলাদেশ সরকার প্রণীত শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সকল নীতিমালা এবং আইন মেনে চলা ।

২. ঘ. ২) শিশুর প্রতি অগ্রহণযোগ্য আচরন ঃ-

১. এক বা একাধিক শিশুর সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা প্রকল্প কর্মএলাকায় বা কর্মসূত্রে একাকী রাত্রিযাপন না করা;

২. ১২ বছর বয়সের নিচে কোন শিশুকে গৃহস্থালি অথবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত না করা;

৩. শিশুকে এমনভাবে আদর ,স্পর্শ, চুম্বন বা আলিঙ্গন না করা যা অসঙ্গত এবং সাংস্কৃতিক ভাবে অগ্রহণযোগ্য;

৪. পরিবারে, সমাজে এবং জনসম্মুখে এমন কোন ব্যবহার, আচরণ অথবা ভাষা ব্যবহার না করা যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ;

৫. পদ ও সামাজিক মর্যাদার কারণে অর্জিত ক্ষমতা বা প্রভাবের কোন অপব্যবহার না করা যা শিশুর কল্যাণকে বিঘ্নিত করে;

৬. শিশুর সাথে কোন ধরনের নির্যাতন বা শোষণমূলক (যৌন, শারীরিক ও মানসিক) সম্পর্কে নিজেকে সম্পৃক্ত না করা এবং ভীতি প্রদর্শন বা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা;

৭. শিশুর নিকট থেকে এমন কোন সেবা বা সুযোগ প্রত্যাশা না করা এবং এমন কোন সম্পর্কে না জড়ানো যা তাদের জন্যে নির্যাতন ও শোষণমূলক;

৮. শিশুর সাথে কোনোভাবেই এমনকি মজার ছলেও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কোন আচরণ এবং উক্তি না করা;

৯. কোন শিশু একা থাকলে তার বাড়িতে না যাওয়া অথবা তাকে একা বাসায় আমন্ত্রণ না করা;

১০. পরিচর্যাকারী বিহীন কোন শিশুর সাথে একই রুম বা বিছানায় না ঘুমানো, যদি কোন কারণে নিরুপায় হয়ে একসাথে থাকা প্রয়োজন হয় তাহলে পরিচর্যাকারীর অনুমতি অব্যশই নিতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় অন্য একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

১১. এমন কোন ঘটনা শামিল না হওয়া বা মেনে না নেওয়া, যা শিশুর প্রতি বেআইনী, অনিরাপদ বা শোষণমূলক;

১২. এমন কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়া বা আচরণ না করা যার কারণে শিশু মানসিক ভাবে নির্যাতিত হয়, যেমন- লজ্জা,হেয় বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা;

১৩. সকল শিশুর মধ্য থেকে কোন বিশেষ শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক অথবা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ না করা, যা অন্যান্য শিশুর প্রতি পার্থক্য তৈরী করে;

১৪. শিশুর জন্য অবমাননাকর এমনভাবে কম্পিউটার/মোবাইল ফোন/ ভিডিও/ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার না করা এবং যে কোন মাধ্যমে পর্ণগ্রাফির সাথে সম্পৃক্ত না করা।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.ক) <u>গণমাধ্যমে শিশু বিষয়ক যোগাযোগ:-</u>

এএফএডি'র এর জন্য সংস্থার যোগাযোগ নীতিমালার পথনির্দেশনা প্রদান বাধ্যতামূলক যাতে করে ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় যুক্ত কোন ব্যক্তি শিশুদের সংক্রান্ত কোন ছবি বা তথ্য অপব্যবহার ও অনুমতির মাত্রা অতিক্রম করে অপব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিত করা যায়। শিশুদের বৃহৎ স্বার্থ রক্ষা করা অন্য যেকোনো বিষয়ের উর্ধ্বে।

- যে কোন যোগাযোগে শিশুর শালীন ও সম্মানসূচক ছবি ব্যবহার করতে হবে, তাদেরকে পণ্য বা বস্তু হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে না। তারা যেন যথাযথ ভাবে কাপড় পরিহিত থাকে এবং এমন অঙ্গভঙ্গি বর্জন করতে হবে যা যৌনতার সাথে সংশ্লিষ্ট বা যৌনতাকে ইঙ্গিত করে।
- কোন শিশুর ছবি এবং ভিডিও ধারণের সময় স্থানীয় ও প্রচলিত আইন কানুন ও নিয়ম অনুসরণে করতে হবে। ছবি এবং ভিডিও উপস্থাপনায় অবশ্যই প্রকৃত ঘটনা এবং প্রসঙ্গ তুলে ধরতে হবে।
- যে কোন যোগাযোগ মাধ্যমে শিশু সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে এমন ভাষা বর্জন করতে হবে যাতে ক্ষমতার সম্পর্ক বহিঃপ্রকাশ হয়। প্রকৃত সত্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি শিশুর মর্যাদা সর্বদা সংরক্ষণ করতে হবে।
- শিশুর ছবি যে কোন গণমাধ্যম বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশের সময় কোন ভাবেই শিশুর ব্যক্তিগত পরিচয়, অবস্থানগত তথ্য এবং শারীরিক বিবরণ প্রকাশ না করা; যার মাধ্যমে শিশুর পরিচয় সনাক্তকরণ করা যায়।
- কোন শিশুর ছবি এবং ভিডিও ধারণের পূর্বে অবশ্যই শিশু, তার পিতা- মাতা অথবা অভিভাবক এর কাছ থেকে লিখিত সম্মতি গ্রহন করা। শিশুর ছবি এবং ভিডিও কিভাবে এবং কোন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হবে তার পূর্ণ বিবরণ অবশ্যই সম্মতিনামা এর সাথে সংযুক্ত করা।
- সংস্থার সম্পদ যেমন কোন ছবি বা ভিডিও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তার সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। চুক্তিপত্রের বিবৃতিতে উল্লেখ থাকবে যে, উপকরন সমূহের চুক্তি বহির্ভূত ব্যবহার করা হলে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.ক) <u>রির্পোটিং এবং ঘটনা ব্যবস্থাপনা</u> ঃ-

শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একেকে এর রির্পোটিং এবং ঘটনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল প্রাপ্ত ঘটনা সমূহের মধ্যে থেকে শিশু নির্যাতনের ঘটনা শনাক্ত এবং এর দ্রুত ও যথাযথ তদন্ত করা। **এএফএডি**'র এর সকল কর্মী ও অংশীদারগণের শিশু সুরক্ষা রির্পোটিং এবং ঘটনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৪.ক. ১) <u>গোপনীয়তা</u> ঃ-

শিশু নির্যাতন কিংবা কোন দূর্ঘটনা ঘটলে তা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে এবং অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। অভিযুক্তকে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে। শিশু নির্যাতনের অভিযোগ খুবই গুরুতর। শিশু বা অভিযুক্ত অপরাধীকে শনাক্ত করা যায় এমন কোন তথ্য অত্যাবশ্যকীয় না হলে প্রকাশ করা যাবে না। নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা উল্লেখ করার সময় ''অভিযুক্ত নির্যাতন'' হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

৪.ক. ২) <u>নির্যাতিত শিশুর ক্ষেত্রে রির্পোটিং প্রক্রিয়া</u> ঃ-

যদি কোন কর্মী প্রকল্প পরিদর্শন বা কর্মক্ষেত্রে কোন নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, সম্ভাব্য নির্যাতন সন্দেহ করেন অথবা এই সম্পর্কে কোন তথ্য পান, তাহলে অবিলম্বে তিনি শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রের নিযুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করবেন। যথাযথ ক্ষেত্রে ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সন্দেহজনক শিশু নির্যাতনের ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এর সম্পর্কে লিখিতরূপে রিপোর্ট করতে হবে।

৪.ক. ৩) <u>শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ফোকাল পার্সনের কর্তব্য</u> ঃ-

কোন ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশিত হলে, **এএফএডি'**র এর শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে নিযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহজনক শিশু নির্যাতনের রিপোর্ট প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশু সুরক্ষা কমিটির সভা আহ্বান করবেন। শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে নিযুক্ত ব্যক্তি নির্বাহী পরিচালকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

শিশু সুরক্ষা কমিটি যেসব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেনঃ

- উদ্বেগপূর্ণ শিশু বা তার পরিবারকে সহায়তা সেবা প্রাপ্তির ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান বা যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যদি কোন ব্যাপারে এই নীতিমালা লঙ্ঘণ করে এবং এর অধিকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তবে এর সুষ্ঠু তদন্তের একটি তদন্তকারী দল গঠন ও নিয়োগ করতে হবে।
- তদন্তের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- অভিযোগ দায়ের করতে হবে এবং নির্বাহী পরিচালককে অবহিত করতে হবে।

৪.ক. ৪) <u>শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন</u> ঃ-

নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে **এএফএডি'**র নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

- বিভিন্ন প্রকল্পের সকল অংশীদারগণ আচরণ বিধিতে স্বাক্ষর করবে ও তা মেনে চলবে।
- সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে শিশু সুরক্ষা নীতিমালার একটি প্রতিলিপি থাকবে।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিশুর যথাযথ অংশগ্রহণ ও পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- যেখানেই সম্ভব শিশুদের জন্য অথবা শিশুদের দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- সম্ভাব্য নির্যাতনের অভিযোগ প্রাপ্তিতে তার অনুসন্ধান ও তা মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক সদস্য/অংশীদারগণকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫. ক) <u>পর্যালোচনা</u> ঃ-

এএফএডি'র কার্যনির্বাহী পরিষদ বা এর কোন প্রতিনিধি শিশু সুরক্ষা নীতিমালার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন। নির্বাহী প্রধান নীতি নির্দেশনার ব্যবহার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন, যা সংস্থার কর্ম ও ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত। নির্বাহী প্রধান এছাড়াও শিশু সুরক্ষা কমিটিকে রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করবেন।

প্রয়োজন সাপেক্ষে নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালার উপযুক্ততা, প্রেক্ষিত সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ নীতিমালা পর্যালোচনা পূর্বক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা যেতে পারে, এজন্য একটি

কমিটি করে তাদের উপর দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এ কমিটি ৩ বছর পর পর এ নীতিমালা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

দূর্যোগের সময়ে শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে নীতিমালা ঃ-

শিশুদের উদ্ধার এবং স্থানান্তর এবং নিরাপদ আশ্রয়

- ✓ দূর্যোগকালীন সময়ে এবং পরে প্রকল্প এলাকার শিশুদের সুরক্ষা/সহযোগিতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে।
- ✓ শিশুদের উদ্ধারে সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- ✓ কম বয়সী শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশু উদ্ধার অভিযানে অগ্রধিকার পাবে।
- ✓ উদ্ধার অভিযানে শিশুদের মা বাবার অনুমতি নিতে হবে।
- ✓ সংস্থা উদ্ধারকৃত শিশুদেও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবেন।
- ✓ আশ্রয়স্থল হবে আলো বাতাস সম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত।
- ✓ শিশুরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাবার ও চিকিৎসা পাবে।
- ✓ আশ্রয়স্থল হবে যোগাযোগ সম্পন্ন এবং টয়লেট ও সুষ্ঠ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্পন্ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংযোজনী ঃ- ০১

শিশু সুরক্ষা: আচরণবিধি

একটি উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে **এএফএডি**'র মানবাধিকার সুরক্ষায় অঙ্গিকারবদ্ধ।"শিশু সুরক্ষা নীতিমালা"-র আচরণ বিধি অনুযায়ী কর্মরত বা নিয়োগ প্রাপ্ত সকল কর্মী/কর্মকর্তা ও সংস্থার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এই "আচরণ বিধি"-তে স্বাক্ষর করা বাধ্যতামূলক। "শিশু সুরক্ষা নীতিমালা" অনুযায়ী শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে ১৮ বছর বয়সের নিচে সকল মানব সন্তান। নিচে সকলের জন্য অনুসরণীয় আচরণসমূহ বর্ণনা করা হলো, যা কর্মী/কর্মকর্তাগণসহ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই পড়ে ও বুঝে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন।

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করছি

শিশুর প্রতি গ্রহণযোগ্য আচরন ঃ-

১. শিশুরসুরক্ষা এবং উন্নতির লক্ষ্যে সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, আচরণবিধি এবং রির্পোটিং প্রটোকল মেনে চলবো;
২. এমন একটি পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখবো, যেখানে একজন শিশু স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও মনোযোগ দেয়া হবে এবং পরিবেশটি হবে তার জন্য নিরাপদ, ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক;
৩. যদি কোন শিশু আমার বাড়িতে আতীথিয়তা গ্রহণ করে সেক্ষেত্রেও আমি এই আচরণবিধি মেনে চলবো;
৪. জনসংযোগের প্রয়োজনে বা অন্য কারণে শিশুর ফটোগ্রাফ গ্রহণ, চিত্রগ্রহণ বা রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে তাদের সম্মান ও মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখবো; এছাড়াও তাদেরছবি অথবা ব্যক্তিগত তথ্য যত্ন সহকারে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করবো। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেন একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করবো;
৫. কোন ধরনের অনুসন্ধান, সাক্ষাতকার বা তদন্তের ক্ষেত্রে কোন তথ্য যা আমার এখতিয়ারে আছে তা প্রদান করব;
৬. শিশুর উপস্থিতিতে অবশ্যই ভাষার ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ সর্ম্পকে সচেতন থাকবো;
৭. শিশুর সাথে যেকোন কর্মকান্ড পরিচালনাকালে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমপক্ষে দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করবো। সম্ভব না হলে বিকল্প হিসাবে পাড়া-পড়শী বা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিব;
৮. কোন কর্মী সংস্থার সাথে সংযুক্ত থাকাকালীন অথবা এর পুর্বে সংঘটিত শিশু নির্যাতন, শোষণ, হয়রানি বা নীতিমালা বর্হিভূত কোন ঘটনার সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে সেই অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করবো;
৯. সব ধরনের উদ্বেগ, অভিযোগ বা প্রকাশিত ঘটনার ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নীতিমালা অনুসারে অবহিতকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করবো;
১০. সংস্থার একজন প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে শিশুর সামনে একজন ইতিবাচক মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করবো;
১১. শিশুর সাথে সম্মানজনক আচরণ করবো এবং আমার আচরণ ও কন্ঠস্বরের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার দিকেও লক্ষ্য রাখবো;
১২. সেই সকল আচরণ বা কার্যকলাপ যা অন্যের নিকট নির্যাতন অথবা শোষণ হিসেবে গৃহীত হয় তার সম্পর্কে সচেতন থাকবো এবং এড়িয়ে চলবো;
১৩. বাংলাদেশ সরকার প্রণীত শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সকল নীতিমালা এবং আইন মেনে চলবো ।

<u>শিশুর প্রতি অগ্রহণযোগ্য আচরন</u> ঃ-

১. এক বা একাধিক শিশুর সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা প্রকল্প কর্মএলাকায় বা কর্মসূত্রে একাকী রাত্রিযাপন করবো না;
২. ১২ বছর বয়সের নিচে কোন শিশুকে গৃহস্থালি অথবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করবো না;
৩. শিশুকে এমনভাবে আদর ,স্পর্শ, চুম্বন বা আলিঙ্গন করবো না যা অসঙ্গত এবং সাংস্কৃতিক ভাবে অগ্রহণযোগ্য;
৪. পরিবারে, সমাজে এবং জনসম্মুখে এমন কোন ব্যবহার, আচরণ অথবা ভাষা ব্যবহার করবো না যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য;
৫. পদ ও সামাজিক মর্যাদার কারণে অর্জিত ক্ষমতা বা প্রভাবের কোন অপব্যবহার করবো না যা শিশুর কল্যাণকে বিঘ্নিত করে;
৬. শিশুর সাথে কোন ধরনের নির্যাতন বা শোষণমূলক (যৌন, শারীরিক ও মানসিক) সম্পর্কে নিজেকে সম্পৃক্ত করবো না এবং ভীতি প্রদর্শন বা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকব;
৭. শিশুর নিকট থেকে এমন কোন সেবা বা সুযোগ প্রত্যাশা করবো না এবং এমন কোন সম্পর্কে জড়াবো না যা তাদের জন্যে নির্যাতন ও শোষণমূলক;
৮. শিশুর সাথে কোনোভাবেই এমনকি মজার ছলেও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কোন আচরণ এবং উক্তি করবো না;
৯. কোন শিশু একা থাকলে তার বাড়িতে যাবো না অথবা তাকে একা বাসায় আমন্ত্রণ করবো না;
১০. পরিচর্যাকারী বিহীন কোন শিশুর সাথে একই রুম বা বিছানায় ঘুমাবো না, যদি কোন কারণে নিরুপায় হয়ে একসাথে থাকা প্রয়োজন হয় তাহলে পরিচর্যাকারীর অনুমতি অব্যশই নিতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় অন্য একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করবো;
১১. এমন কোন ঘটনা শামিল হবো না বা মেনে নিব না,যা শিশুর ব্যক্তির প্রতি বেআইনী, অনিরাপদ বা শোষণমূলক;
১২. এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিবো না বা আচরণ করবো না যার কারণে শিশু মানসিক ভাবে নির্যাতিত হয়, যেমন- লজ্জা,হেয় বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা;
১৩. সকল শিশুর মধ্য থেকে কোন বিশেষ শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক অথবা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করবো না, যা অন্যান্য শিশুর প্রতি পার্থক্য তৈরী করে;
১৪. শিশুর জন্য অবমাননাকর এমনভাবে কম্পিউটার/মোবাইল ফোন/ ভিডিও/ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করবো না এবং যে কোন মাধ্যমে পর্ণগ্রাফির সাথে সম্পৃক্ত করবো না।

নামঃ......................................

পদবীঃ ....

স্বাক্ষরঃ ....

স্থানঃ...

তারিখঃ..

সংযোজনী ঃ- ০২

<u>রির্পোটিং প্রক্রিয়া</u> :

এএফএডি'র শিশু সুরক্ষা রির্পোটিং প্রক্রিয়াঃ

ধাপ-১

↓

- ✓ শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ✓ কেইস ফাইল করা।
- ✓ সংশ্লিষ্ট ফোকাল ও ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করা।

ধাপ-২

↓

- ✓ ফোকাল পার্সন ডিডিআরসি'র ব্যবস্থাপনা এবং সিএসসি'র কাছে রিপোটিং ফরমেট এর মাধ্যমে তৎক্ষণাত রিপোর্ট করবে (২৪ ঘন্টার মধ্যে)

ধাপ-৩

↓

- ✓ ডিডিআরসি'র ব্যবস্থাপনা তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।
- ✓ কার্যক্রম গ্রহন করবেন।

সংযোজনী ঃ- ০৩

রিপোর্টিং ফরমেট ঃ-

পরিশিষ্ট ৩

শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে **এএফএডি‘**র রিপোর্টিং ফর্ম

স্থান:	কেস নং:
শিশুর নাম:	

প্রথম অংশ (আবেদনকারী/ রিপোর্টিংকারি কর্তৃক পূরণীয়)

সময়:	তারিখ:
স্থান:	
নাম:	
ঠিকানা:	
মোবাইল/ফোন নং:	ই-মেইল:
পেশা:	
শিশুর সাথে সম্পর্ক:	
শিশুর বিস্তারিত বিবরণ:	
নাম:	
বয়স:	লিঙ্গ:
ঠিকানা:	
পারিবারিক অবস্থা (দরিদ্র/মধ্যম/সমৃদ্ধ):	
বিদ্যালয়:	শ্রেণী:
ধর্ম:	
প্রতিবন্ধিতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	
স্থানীয় অভিভাবক/ অভিভাবকের নাম:	

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ: কি, কে, কখন, কোথায়, (শিশুর ভাষ্য মতে সম্ভব হলে)

অভিযোগকারী বর্নিত অভিযুক্তর বিবরণ (যদি জানা যায়): নাম: বয়স: লিঙ্গ: ধর্ম: প্রতিষ্ঠানের নাম (কর্মরত হলে): পদবি: অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান অবস্থান: শিশুর সাথে সম্পর্ক, (যদি থাকে):

জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে কি না? হ্যা/না (যদি দেওয়া হয়ে থাকে) কে/কোথায়?

ঘটনার বিবরণ আর কে কে জানে? যে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে:
(ফোকাল পারসন) দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমোদন: নাম: পদবি/অবস্থান: তারিখ: স্বাক্ষর:

২য় অংশ ((ফোকাল পারসন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা পূরণীয়)

গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ: রিপোর্ট গ্রহনের সময় ও তারিখ: যার কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে: আভ্যন্তরীণ তদন্ত হয়েছে? হ্যাঁ/ না: যদি হয়ে থাকে তদন্ত কমিটির সদস্য: মাঠ পর্যায়ে তদন্তের পর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত:

(ফোকাল পারসন) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর: নির্বাহী প্রধানের স্বাক্ষর:

সংযোজনী ঃ- ০৪

<u>শিশুর স্বাক্ষাৎকার এবং ছবি ব্যবহারের সম্মতি ফরম</u>

শিশুর বয়স	শিশুর সম্মতি	শিশুর অভিভাবকের সম্মতি
০৭ বছরের এর নিচে	প্রযোজ্য নয়	হ্যাঁ
০৭ এবং ১৪ বছরের মধ্যে	হ্যাঁ, শুধুমাত্র যদি শিশু পূর্ণরূপে বুঝতে পারে সে কি বা কেন সম্মতি দিচ্ছে।	হ্যাঁ
১৪ বছরের বেশি	হ্যাঁ, শুধুমাত্র যদি শিশু পূর্ণরূপে বুঝতে পারে সে কি বা কেন সম্মতি দিচ্ছে।	প্রয়োজন নেই যদি, শিশুর সম্মতি থাকে

১ম অংশ

শিশুর বয়স, পরিপক্কতা এবং বোঝার ক্ষমতা (চার্ট অনুযায়ী) ১৮ বছর বয়সের নিচে সকল শিশুর সম্মতি গ্রহন অপরিহার্য। প্রয়োজন বোধে ফরমটি শিশু বা তার অভিভাবকের কাছে তাদের নিজ ভাষায় অনুবাদ করে উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

১. আমি ”------------” প্রতিনিধির নিকট সম্মতি দিচ্ছি যে;
   - ☐ আমার সাথে কথা বলা এবং প্রয়োজন বোধে সংরক্ষণ করতে পারবে।
   - ☐ আমার ছবি তুলতে পারবে
   - ☐ আমাকে ভিডিও করতে পারবে।

২. আমি সম্মতি দিচ্ছি যে ------------ আমার তথ্য ব্যবহার করতে পারবে :
   - ☐ আমার গল্পে
   - ☐ আমার ছবিতে

৩. আমি জেনে এবং বুঝে সম্মতি দিচ্ছি যে আমার ছবি ব্যবহার হতে পারে :
   - ☐ শিক্ষামূলক বিষয়ে
   - ☐ প্রচারণামূলক বিষয়ে
   - ☐ অন্যান্য.......................................

নাম:..   বয়স:...............................

স্থান: ....   তারিখ:..............................

স্বাক্ষর/টিপসহি:...

২য় অংশ

অভিভাবকের সম্মতি

আমি ------------ কে উপরের বিষয়গুলোতে সম্মতি প্রদান নিশ্চিত করছি।

তাদের অবর্তমানে ফরমটিতে আমার স্বাক্ষর করার অধিকার আছে। (যদি উপরে স্বাক্ষর না থাকে)

আমি নিশ্চিত করছি যে বর্নিত শিশুটিও উপরের উল্লেখিত সকল বিষয়ে সম্মত।

নাম:.. বয়স:....................................

স্বাক্ষর/টিপসহি:..

শিশুর সাথে সম্পর্ক:..

তারিখ: ....

সংযোজনী ঃ- ০৫

<u>শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আইন</u>

Child Marriage

Sl No	Name of the Law
1	The Child Marriage Restraint Act, 1929: refers 21 years and 18 years, section-2 (a)
2	The Muslim Marriage and Divorce (Registration) Act, 1974
3	The Divorce Act, 1869
4	The Guardians and Wards Act, 1890
5	The Succession Act, 1925
8	The Muslim Family Laws Ordinance, 1961
9	The Family Courts Ordinance, 1985

Child Abuse

Sl No	Name of the Law
1	The Children Act, 2013
2	Women and Children Repression Prevention Act, 2000
4	Pornography control act - 2012
5	The Bangladesh Abandoned Children (Special provisions) Ordinance, 1982
12	The Penal Code, 1860
13	The Code of Criminal Procedure, 1898
15	The Domestic Servants Registration Ordinance, 1961

Child Labour

SL No	Name of the Law
1	Bangladesh Labour Act 2006
2	Prison Act 1894
3	The Domestic Servants Registration Ordinance, 1961
4	The Children Act, 2013

Child Trafficking

SL No	Name of the Law
1	Human trafficking deterrence and suppression act - 2012
2	The Penal Code, 1860
3	The Code of Criminal Procedure, 1898
4	Speedy Trial Act 2002
5	The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961
6	Border Guard Bangladesh Act 2010
7	Coast Guard Act 1994
11	The Domestic Servants Registration Ordinance, 1961

সংযোজনী ঃ- ০৬

<u>ঝুঁকি মূল্যায়ণ ফরম</u>

কার্যক্রম	সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি মাত্রা উচ্চ/মধ্যম /নিচু	নিরসন/ হ্রাস করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

গ্লোসারীঃ

সংজ্ঞা ও পরিভাষা ঃ

শিশু ঃ জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী যে কোন মানব সন্তান (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে) যাদের বয়স ১দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তাদেরকে বুঝাবে।

শিশু নির্যাতন/নিপীড়ন ঃ জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী শিশু নির্যাতন হচ্ছে ১ দিন থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মানব সন্তানকে যে কোন ধরণের শারীরিক, মানসিক, যৌন হয়রানি, আঘাত, অবহেলা, শোষন, বঞ্চনা বা জোর জবরদস্তিমুলক ভাবে কায়িক পরিশ্রমের কাজে বাধ্য করা, যার ফলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়, নিরাপত্তার হানি ঘটে।

শিশু নির্যাতন/নিপীড়নের ধরন ঃ-

শারীরিক নির্যাতন/নিপীড়ন ঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে শরীরে আঘাত করা অথবা স্বেচ্চাকৃত বা অবহেলার কারণে শারীরিক আঘাত বা কষ্ট থেকে শিশুকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় হলো শারীরিক নির্যাতন, যেমন- আঘাত করা, হাত-পা মুচরানো, স্বজোরে ঝাকানো, ছুড়ে ফেলা, বিষ প্রয়োগ করা, পোড়ানো, ছ্যাঁকা দেয়া, পানিতে ডুবানো, শ্বাসরোধ করা, যে কোন কাজে বাধা প্রদান করা অথবা আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক উপায় অবলম্বন না করে ঔষধ প্রয়োগ করা।

যৌন নির্যাতন/নিপীড়ন ঃ শিশুর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জোর করে অথবা প্রলুদ্ধ করে কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করানোকেই বলে যৌন নিপীড়ন। এর মধ্যে শারীরিক সংস্পর্শ অর্ন্তভূক্ত, যৌনাত্মক আচরণ অথবা সঙ্গম ও অন্তভূক্ত। এ ছাড়া ও এর মধ্যে শারীরিক সংর্স্পশহীন কর্মকান্ড ও অন্তভূক্ত হতে পারে, যেমন- শিশুদের পর্ণোগ্রাফিক উপকরণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধন করানো অথবা যৌন কর্মকান্ডে অবলোকন করানো অথবা শিশুদেরকে বয়সের অনুপযোগী যৌন আচরণ করতে উৎসাহিত করা।

শিশুর প্রতি অবহেলা ঃ শিশুর শারীরিক ও মানসিক চাহিদা ধারাবাহিকভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়া, যা শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক বিকাশকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ/বাধাগ্রস্থ করতে পারে তাকেই শিশুর প্রতি অবহেলা বলে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমানে খাবার ও পানি সরবরাহ, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়া, শিশুদের বিপদ ও ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া, শিশুর উপযোগী ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়া, যথাযথ তত্তাবধায়ন ও উদ্দীপনার অভাব অর্ন্তভূক্ত হবে। এর মধ্যে শিশুর আবেগীয় চাহিদার প্রতি অবহেলা দেখানো অথবা কোন ধরনের সাড়া না দেয়াও অর্ন্তভূক্ত হবে।

মানসিক ও আবেগ সংক্রান্ত নির্যাতন/নিপীড়ন ঃ আবেগীয় নিপীড়ন হচ্ছে একটি শিশুর প্রতি ক্রমাগত অনাদরপূর্ণ আচরন করা যা ধারাবাহিক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে শিশুর আবেগীয় বিকাশে। এর মধ্যে রয়েছে শিশুকে বকা বা গালি দেয়া, বিকৃত নামে ডাকা, শিশুর অমতে তাকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন রাখা, শিশুর সামনে মা-বাবার বিরূপ আচরণ, দূর্যোগকালে শিশুকে সুরক্ষা না দেয়া এবং বৈষম্য করার কারণে শিশু মানসিক ও আবেগ সংক্রান্ত নির্যাতনের শিকার হয়।

শিশু সুরক্ষা ঃ শিশু সুরক্ষা বলতে শিশুর প্রতি নির্যাতন ও রূঢ় আচরণ বন্ধ করা এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য গৃহীত দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে বুঝায়। প্রত্যক্ষ বা সরাসরি শিশুর সংস্পর্শে আসা (ডাইরেক্ট কনট্যাক্ট) ঃ সরাসরি শিশুর সংস্পর্শে আসা বলতে শিশুর কাছে শারিরীকভাবে উপস্থিত হওয়া বুঝাবে অর্থাৎ সংস্থার যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কিংবা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে শারিরীকভাবে শিশুর কাছে উপস্থিত হওয়া যেমনঃ সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ, স্কুল পরিদর্শন প্রভৃতি।

পরোক্ষভাবে শিশুর সংস্পর্শে আসা (ইনডাইরেক্ট কনট্যাক্ট) ঃ শিশু সম্পর্কিত যে কোন তথ্য উপস্থাপন করা যেমন ঃ শিশুদের নাম, ঠিকানা, ছবি কিংবা ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে পরোক্ষভাবে শিশুর সংস্পর্শে আসা।